ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

25 YEARS TOGETHER AGAINST CORRUPTION

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০২০

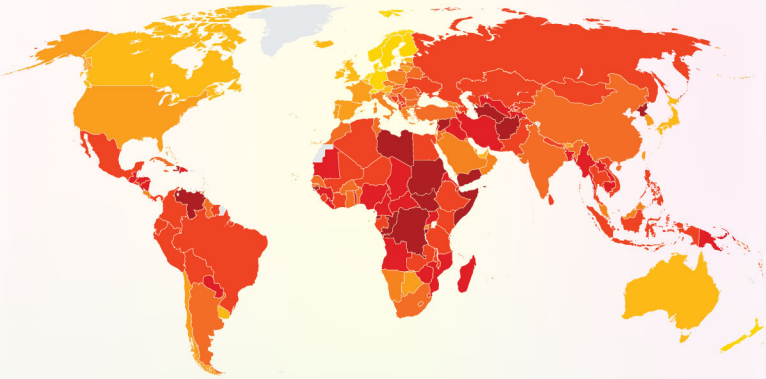

স্কোর

সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত — সর্বনিম্ন দুর্নীতিগ্রস্ত

০-৯ ১০-১৯ ২০-২৯ ৩০-৩৯ ৪০-৪৯ ৫০-৫৯ ৬০-৬৯ ৭০-৭৯ ৮০-৮৯ ৯০-১০০ কোন তথ্য নেই

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০২০

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (করাপশন পারসেপশনস্ ইনডেক্স বা সিপিআই) ২০২০ অনুযায়ী সূচকের ০-১০০ এর স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২৬ যা সিপিআই ২০১৯ এর তুলনায় অপরিবর্তিত রয়েছে। সূচকে ৮৮ স্কোর পেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে যথাক্রমে ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ড। ৮৫ পয়েন্ট পেয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড, এবং ৮৪ স্কোর পেয়ে তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছে নরওয়ে। ১২ স্কোর পেয়ে ২০২০ সালে তালিকার সর্বনিম্নে অবস্থান করছে দক্ষিণ সুদান ও সোমালিয়া। ১৪ স্কোর পেয়ে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিরিয়া, এবং ১৫ স্কোর পেয়ে তৃতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে ইয়েমেন ও ভেনেজুয়েলা।

সিপিআই ২০২০: বাংলাদেশ

সিপিআই ২০২০ অনুযায়ী বিগত দুই বারের মত বাংলাদেশের স্কোর ২৬ যা সিপিআই ২০১৮ ও ২০১৯ এর তুলনায় অপরিবর্তিত রয়েছে। তালিকার সর্বনিম্ন থেকে গণনা অনুযায়ী ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১২তম অবস্থানে রয়েছে যা সিপিআই ২০১৯ এর তুলনায় ২ ধাপ পিছিয়েছে এবং সর্বোচ্চ থেকে গণনা অনুযায়ী ১৪৬তম যা ২০১৯ এর তুলনায় অপরিবর্তিত রয়েছে। এবছর একই স্কোর পেয়ে বাংলাদেশের সাথে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী ১২তম অবস্থানে সম্মিলিতভাবে আরও রয়েছে উজবেকিস্তান ও সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক।

- ১৯ স্কোর পেয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন অবস্থানে আফগানিস্তান
- বাংলাদেশ এশিয়ায় চতুর্থ সর্বনিম্ন ও দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর ও অবস্থানে রয়েছে

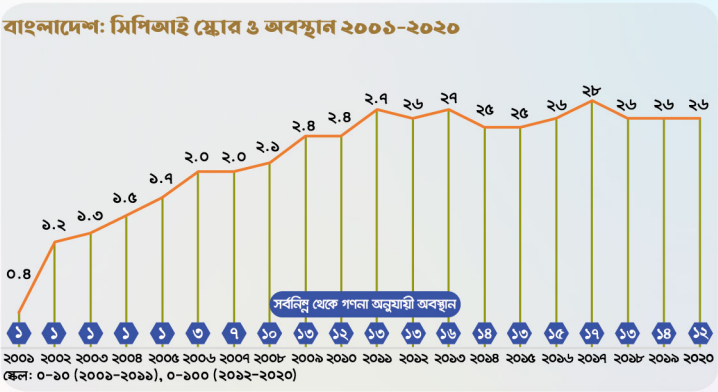

সূচক অনুযায়ী ২০২০ সালে বাংলাদেশের অবস্থান সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

সিপিআই ২০২০ অনুযায়ী ১০০ এর মধ্যে গড় স্কোর ৪৩। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশের স্কোর ২৬ হওয়ায় দুর্নীতির ব্যাপকতা এখনো উদ্বেগজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণে 'বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত বা বাংলাদেশের অধিবাসীরা সবাই দুর্নীতি করে' এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। যদিও দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ সর্বোপরি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে কঠিনতম অন্তরায়, তথাপি দেশের আপামর জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী মাত্র। ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি ও তা প্রতিরোধে ব্যর্থতার কারণে দেশ বা জনগণকে কোনোভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত বলা যাবেনা।

দক্ষিণ এশিয় দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের তুলনা

২০২০ সালের সিপিআই অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ভুটান। এ দেশটির স্কোর ৬৮ ও সর্বোচ্চ থেকে গণনা অনুযায়ী সূচকে অবস্থান ২৪ যা ২০১৯ সালের সমান স্কোর হলেও অবস্থানে ১ ধাপ এগিয়েছে। সর্বোচ্চ থেকে গণনা অনুযায়ী এবারের সিপিআই-এ দক্ষিণ এশিয়ায় বড় অগ্রগতি অর্জন করেছে মালদ্বীপ। এবার পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে বড় ধরণের উল্লম্ফন দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে মালদ্বীপ, গতবারের তুলনায় দেশটির স্কোর ১৪ পয়েন্ট বেড়ে এবার হয়েছে ৪৩ এবং ৫৫ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছে ৭৫তম অবস্থানে। গতবারের তুলনায় এবারের তালিকায় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থান হারিয়ে তৃতীয় অবস্থানে নেমে আসা ভারতের স্কোর ১ কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ এবং অবস্থান ৬ ধাপ নেমে হয়েছে ৮৬। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এরপরে শ্রীলংকা গতবারের মত ৩৮ স্কোর ধরে রাখতে পারলেও ১ ধাপ পিছিয়ে ৯৪তম অবস্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে নেপাল, দেশটি গতবারের চেয়ে ১ পয়েন্ট কম পেয়ে স্কোর অর্জন করেছে ৩৩ ও সর্বোচ্চ থেকে গণনা অনুযায়ী ৪ ধাপ পিছিয়ে ৯১৭তম অবস্থানে রয়েছে। গতবারের মত এবারও ১ পয়েন্ট কম অর্থাৎ ৩১ স্কোর পেয়ে ৪ ধাপ পিছিয়ে ১২৪তম অবস্থানে নেমে গিয়েছে পাকিস্তান। তৃতীয়বারের মত ২৬ স্কোর অপরিবর্তিত রেখে ও গতবারের ন্যায় ৯৪৬তম অবস্থান অপরিবর্তিত রেখে এর পরের অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মাঝে বাংলাদেশের পরে ২০১৯ এর চেয়ে লক্ষ্যনীয়ভাবে ৩ স্কোর বেশি পেয়ে ও ৮ ধাপ এগিয়ে সিপিআই ২০২০ সূচকে সর্বোচ্চ থেকে গণনা অনুযায়ী ৯৬৫তম অবস্থানে উঠে এসেছে আফগানিস্তান। অর্থাৎ সর্বনিম্ন থেকে গণনা অনুযায়ী আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ সিপিআই সূচক অনুয়ায়ী ২০১২ সাল থেকে দক্ষিণ এশিয় দেশগুলোর মধ্যে অষ্টমবারের মত এবারও দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে।

স্কোর অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের অবস্থান

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) কী?

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) প্রতি বছর সিপিআই(করাপশন পারসেপশনস্ ইনডেক্স বা দুর্নীতির ধারণা সূচক) প্রকাশের মাধ্যমে দুর্নীতির বিশ্বব্যাপী ব্যাপকতার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। সিপিআই-এ অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট দেশকে ০ (উচ্চ মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত) থেকে ১০০ (কম মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত) এর স্কেলে পরিমাপ করে স্কোর এর মাধ্যমে দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়।

সিপিআই নিরূপণ পদ্ধতি

সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার' (abuse of public office for private gain)। যে সকল জরিপের তথ্যের ওপর নির্ভর করে সূচকটি নিরূপিত হয় তার মাধ্যমে সরকারি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত সর্বনিম্ন ৩টি ও সর্বোচ্চ ১০টি (অঞ্চল ও দেশভেদে জরিপের লভ্যতার উপর নির্ভর করে) জরিপের সমন্বিত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সিপিআই প্রণীত হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক যাকে জরিপের ওপর জরিপও বলা হয়ে থাকে। জরিপগুলোতে মূলত ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট খাতের গবেষক ও বিশ্লেষকবৃন্দের ধারণার প্রতিফলন ঘটে থাকে। সিপিআই নির্ণয়কালে জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ মান এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সূচকের তথ্য সংগ্রহে মূলত চারটি ধাপ অনুসৃত হয়। সূচক নির্ণয়ে অনুসৃত জরিপ ও গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: www.transparency.org/cpi

সিপিআই নির্ণয়ন পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা ও সূচকের সহজীকরণের জন্য টিআই ২০১২ সাল থেকে নতুন স্কেল ব্যবহার শুরু করে। ১৯৯৫ সাল থেকে ব্যবহৃত ০-১০ এর স্কেলের পরিবর্তে দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ২০১২ সাল থেকে ০-১০০ এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের '০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বোচ্চ এবং '১০০' স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন বা সর্বাধিক সুশাসিত বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে এ সূচকে কোনো মন্তব্য করা হয় না। উল্লেখ্য, সূচকে অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশই এ পর্যন্ত সিপিআই-এ ১০০ স্কোর পায়নি, অর্থাৎ দুর্নীতির ব্যাপকতা সর্বনিম্ন এমন দেশগুলোতেও কম মাত্রায় হলেও দুর্নীতি বিরাজ করে।

সিপিআই ২০২০ এর জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে ৮টি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপগুলো হলো:

সূচকে ব্যবহৃত তথ্য

সিপিআই-এ ব্যবহৃত তথ্যের মূল প্রতিপাদ্য

- দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান
- স্বার্থের সংঘাত ও তহবিল অপসারণ
- দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ ও অর্জনে বাধা দান
- ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার
- প্রশাসন, কর আদায়, বিচার বিভাগসহ সরকারি কাজে বিধি বহির্ভূত অর্থ আদায়
- অনিয়ম প্রতিরোধে ও দুর্নীতি সংঘটনকারীর বিচার করতে সরকারের সামর্থ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা

সিপিআই ও টিআইবি

সিপিআই প্রণয়নে টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করেনা। এমনকি টিআইবি'র গবেষণা বা জরিপ থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ টিআই-এ প্রেরিত হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। টিআই এর অন্যান্য দেশের চ্যাপ্টারের মতই টিআইবি দেশীয় পর্যায়ে সিপিআই প্রকাশ করে মাত্র।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

- স্বাধীন, নিরপেক্ষ, দলীয় রাজনীতিমুক্ত, অলাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
- জনগণের মধ্যে সুশাসনের চাহিদা গড়ে তুলতে ১৯৯৬ সাল থেকে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন হিসেবে কাজ করছে
- গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সততা, নিরপেক্ষতা, সকলের সমান অধিকার চর্চা করে
- কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ হয়ে কাজ করে না
- এর সকল কার্যক্রম দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সরকার বা এর কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়
- গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে
- পাঁচটি মূল কর্ম-খাত: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ভূমি ও জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন
- উল্লেখিত খাতগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন, নীতি-কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে
- ঢাকার বাইরে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) গঠনের মাধ্যমে দেশের ৪৫টি অঞ্চলে (৩৮টি জেলা ও ৭টি উপজেলা) সক্রিয়
- সারাদেশে রয়েছে প্রায় ছয় হাজার স্বেচ্ছাসেবক: সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক (স্বজন), ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপ, ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপ, ইয়াং প্রফেশনাল এগেইনস্ট করাপশান (ওয়াইপ্যাক) ও টিআইবি সদস্য

টিআইবি'র চলমান সার্বিক কার্যক্রমের সহায়ক সংস্থাগুলো হলো: যুক্তরাজ্যের ফরেইন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও), সুইডেনের সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সুইজারল্যান্ডের দ্যা সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডেনমার্কের দ্যা ড্যানিশ অ্যাম্বেসি/ডানিডা।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯

ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১৯৩০৩২-৩৩, ৪৮১৯৩০৩৬, ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১৯৩১০১

info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org

www.facebook.com/TIBangladesh